দর্শনায় ডি.এস ফাজিল মাদ্রাসার রোভার স্কাউট এর দিক্ষা অনুষ্ঠান সম্পন্ন

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা ডি এস ফাজিল (ডিগ্রী) মাদ্রাসায় রোভার স্কাউট এর দিক্ষা অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে। এই জেলায় প্রথম মাদ্রাসায় রোভার স্কাউট এর দিক্ষা অনুষ্ঠান করা হলো।

গতকাল মঙ্গলবার বেলা ১১ টার দিকে দর্শনা ডি এস ফাজিল (ডিগ্রী) মাদ্রাসা চত্বরে উক্ত প্রতিষ্ঠানের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ আরিফুজ্জামান আরিফের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, মাদ্রাসা পরিচালনা কমিটির সভাপতি গোলাম ফারুক আরিফ।

এসময় সকল রোভার সদস্যদের মাঝে স্কার্ফ ও ওয়াগল প্রদান করেন এবং খুব দ্রæত রোভার স্কাউটের প্রয়োজনীয় সকল সরঞ্জামাদি প্রদান করা হবে বলে আশ্বস্ত করেন। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন ও শপথ বাক্য পাঠ করান, জেলা রোভার স্কাউটের সাধারণ সম্পাদক আবু হাসান।

প্রধান আলোচক ও প্রশিক্ষক হিসাবে দিক্ষা প্রদান করেন ওবাইদুল ইসলাম তুহিন সহকারী কমিশনার বাংলাদেশ স্কাউটসস চুয়াডাঙ্গা।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, প্রশিক্ষক আব্দুল মুকিদ জোয়ার্দ্দার, মাদ্রাসার উপাধ্যক্ষ মাও: শফি উদ্দীন মোল্লা, শিক্ষক- হামিদুল ইসলাম, আবুল হোসেন, জগলুল হায়দার আফ্রিক, আবু জাফর, সুলতান আহম্মেদ, নিজাম উদ্দীন, আব্দুর রশিদ, মাহবুবুর রহমান, আক্তার হোসেন।

গ্রুপ লিডার হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন, প্রভাষক মুনজুর আহমাদ। সার্বিক সহযোগিতা করেন- সহকারী শিক্ষিকা লিনা পাভীন।

- দর্শনা প্রতিনিধি

আলমডাঙ্গায় ৪ মাদক ব্যবসায়ী ও মাদকাসক্তের দন্ড

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গায় ভ্রাম্যমাণ আদালতে ৪ মাদক ব্যবসায়ী ও মাদকসেবীকে বিভিন্ন মেয়াদে অর্থ ও কারাদন্ডাদেশ দেওয়া হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে উপজেলা নির্বাহি অফিসার লিটন আলী এ ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন।
প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা যায়, গতকাল মঙ্গলবার আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ মাদক বিরোধি অভিযান চালিয়ে

শহরের স্টেশন এলাকা থেকে মাদক দ্রব্যসহ ২ জন মাদক ব্যবসায়ী ও ২ জন মাদক সেবীকে আটক করে।
এ ঘটনা উপজেলা নির্বাহি কর্মকর্তা লিটন আলীকে জানানো হলে তিনি ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন।

অভিযোগের সত্যতা পেয়ে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনার মাধ্যমে তাদেরকে অর্থ দন্ড ও কারাদন্ডাদেশ প্রদান করেন।
এদের মধ্যে আলমডাঙ্গা পৌর এলাকার জিন্নাহ আলীর ছেলে মাদক ব্যবসায়ী শাহেদ রেজা তুহিনকে (৩২) ১ বছর, কুষ্টিয়া জেলার মিরপুর উপজেলার মজিবর রহমানের ছেলে কলম আলীকে (৩১) ৪ মাস,

মাদকসেবনের দায়ে আলমডাঙ্গা উপজেলার আসাননগর গ্রামের ঈমান আলীর ছেলে মকছেদ আলী (২৮) ও একই গ্রামের আফাজ উদ্দীনের ছেলে ওমর আলীকে
(৪৫) ১ হাজার টাকা করে জরিমানা নির্দেশ প্রদান করেন।

- আলমডাঙ্গা প্রতিনিধি

সদাবরী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে

রচনা প্রতিযোগীতা ও পুরস্কার বিতরনী অনুষ্ঠিত

মুক্তি নারী ও শিশু উন্নয়ন সংস্থার আয়োজনে গতকাল মঙ্গলবার সকাল ১০ টার দিকে সদাবরি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে।

নারীর প্রতি সহিংসতা কমিয়ে এনে নারী অধিকার প্রতিষ্ঠা করা প্রকল্প ‘পারিবারিক ভাবে কণ্যা শিশুর প্রতি অসম আচরনই নারী নির্যাতনের অন্যতম কারণ’ বিষয়ক শীর্ষক রচনা প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে, সভাপতিত্ব করেন সদাবরী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক উবাইদুল্লাহ।

প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার এস.এম মুনিম লিংকন।
বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার আব্দুল মতিন, সদাবরী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সভাপতি সরোয়ার হোসেন, সভাপতি, সদাবরি মাধ্যমিক বিদ্যালয় এছাড়া উপস্থিত ছিলেন মো: আব্দুর রব মেম্বার।

- কার্পাসডাঙ্গা প্রতিনিধি

আলমডাঙ্গা উপজেলা ইসলামী ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ইমামদের সাথে মতবিনিময়

আলমডাঙ্গা উপজেলা ইসলামী ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে সন্ত্রাস, জঙ্গীবাদ, বিয়ে ইমাম, হিন্দু কমিউনিটির নেতাদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্টিত হয়েছে।

গতকাল দুপুর ২ টার দিকে উপজেলা পরিষদ হল রুমে মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো: লিটন আলী।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, থানা অফিসার ইনচার্জ সৈয়দ আশিকুর রহমান, উপ-পরিদর্ষক জিয়াউর রহমান, মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ্ব শেখ নুরমোহাম্মদ জকু, আলহাজ্ব ইসমাইল হোসন, প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মুক্তিযোদ্ধা হামাদুল ইসলাম, উপজেলা আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ইয়াকুব আলী মাষ্টার,

চুয়াডাঙ্গা জেলা হিন্দু বৌদ্ধ খ্রীষ্টান ঐক্যপরিষদের সম্পাদক প্রশান্ত অধিকারি, উপজেলা পুজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি ডা. অমল কুমার বিশ্বাস, পরিমল কুমার কালু ঘোষ, ইসলামি ফাউন্ডেশনের ফিল্ড সুপার ভাইজার আক্তারুজ্জামান, মডেল কেয়ার টেকার হাফেজ ওমর ফারুক, ইমাম মওঃ ইকরামুল ইসলাম, হাফেজ মওঃ আক্রামুল ইসলাম, হাফেজ মওঃ আবু সাইদ, আনোয়ার হোসেন প্রমুখ।

- আলমডাঙ্গা প্রতিনিধি

চুয়াডাঙ্গার সীমান্তে বাংলাদেশী গরু ব্যবসায়ীকে কুপিয়ে ও পিটিয়ে হত্যা

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার চাকুলিয়া সীমান্তে গণি মিয়া (৩০) নামের বাংলাদেশী এক গরু ব্যবসায়ীকে কুপিয়ে ও পিটিয়ে হত্যা করেছে অজ্ঞাতরা। আজ মঙ্গলবার সকালে আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিয়ে এলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করে। নিহত গণি মিয়া চাকুলিয়া গ্রামের তাহের উদ্দিনের ছেলে।

স্থানীয়রা জানায়, সোমবার রাতে গণি মিয়াসহ ৫/৬ জনের একটি দল গরু আনতে ভারতে যায়। ভারতের প্রবেশের পর অজ্ঞাত ব্যক্তিরা তাদের ধাওয়া করলে মণি মিয়া তাদের হাতে ধরা পড়ে। পরে ভোর ৫টার দিকে সীমান্তে আহত অবস্থায় পরে থাকতে দেখা যায় তাকে। এলাকাবাসীর ধারণা ভারতীয় বিএসএফ অথবা জনগণ তাকে কুপিয়ে ও পিটিয়ে আহত করে ফেলে রেখে যায়।

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের কতব্যরত চিকিৎসক ডা. সোহরাব হোসেন জানান, সকাল সাড়ে ৬টার দিকে গণি মিয়াকে মৃত অবস্থায় হাসপাতালে আনা হয়। নিহতের বাম পায়ে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপানোর গভীর ক্ষত রয়েছে। একই সাথে পিটুনির আলামতও আছে। ধারণা করা হচ্ছে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে তার মৃত্যু হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা ৬ বিজিবি ব্যাটালিয়নের পরিচালক মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান জানান, বাংলাদেশী নাগরিককে কুপিয়ে ও পিটিয়ে হত্যার ঘটনা তিনি শুনেছেন। তবে কে বা কারা তাকে হত্যা করেছে এ বিষয়ে এখন নিশ্চিত নয় বিজিবি। এ বিষয়ে বিজিবি ভারতীয় বিএসএফ'র সাথে যোগাযোগ করছে।

-চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি

চুয়াডাঙ্গায় ভাতিজাকে কুপিয়ে হত্যা মামলায় চাচার যাবজ্জীবন

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদায় শাহিন হত্যা মামলায় আলম বিশ^াস নামের একজনের যাবজ্জীবন কারাদন্ডের আদেশ দিয়েছেন আদালত।

গতকাল সোমবার বিকালে চুয়াডাঙ্গা জেলা ও দায়রা জজ মোহা. রবিউল ইসলাম আসামীর উপস্থিতিতে এ রায় ঘোষণা করেন। রায় ঘোষণার পর আসামীকে পুলিশী প্রহরায় কারাগারে নেয়া হয়। দন্ডপ্রাপ্ত আলম বিশ^াস দামুড়হুদার রঘুনাথপুর গ্রামের মৃত আজিজ বিশ^াসের ছেলে।

মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, ২০১৪ সালের ৪ এপ্রিল সকালে পূর্ব বিরোধের জের ধরে রঘুনাথপুরের আব্দুর রাজ্জাক বিশ^াসের ছেলে শাহিনকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়। এ ঘটনায় নিহতের পিতা বাদী হয়ে দন্ডপ্রাপ্ত আলম বিশ^াস, তার ছেলে ডালিমসহ কয়েকজনকে আসামী করে দামুড়হুদা থানায় মামলা দায়ের করেন।

মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা দামুড়হুদা থানার এসআই আবু জাহের তদন্ত শেষে ২০১৫ সালের ২৪ জানুয়ারি আদালতে চার্জশীট দাখিল করেন।

আদালত এ মামলায় ১৯ জন স্বাক্ষীকে পরীক্ষা করেন। স্বাক্ষীদের স্বাক্ষ্য ও তথ্য উপাত্ত পরীক্ষা শেষে আসামী আলম বিশ^◌াসের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত হওয়ায় তাকে যাবজ্জীবন কারাদন্ডের আদেশ দেন আদালত।

এ মামলার অন্য আসামী ডালিম বিশ^◌াসের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় আদালত তাকে খালাস প্রদান করেন।

- চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি

আলমডাঙ্গার মুক্তিযোদ্ধা ইসমাইল হোসেনের রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন সমপন্ন

আলমডাঙ্গা পৌর সভার সাবেক কাউন্সিলর মুক্তিযোদ্ধা ইসমাইল হোসেন ফেলা হ্নদ রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু বরন করেছেন। (ইন্নালিল্লাহি—রাজিউন)।

মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর। জানাগেছে, আলমডাঙ্গা বন্ডবিল গ্রামের মৃত মুন্সি ইয়াছিন আলীর ছেলে, মুক্তিযোদ্ধা মুন্সি ইসমাইল হোসেন ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিতে ভারতে পাড়ি জমায়, ট্রেনিং শেষে দেশকে শত্রুমুক্ত করতে পাকসেনাদের সাথে জীবন বাজী রেখে যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করে।

ইসমাইল হোসেন ফেলা আলমডাঙ্গা পৌর সভায় ৯ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর পদে নির্বাচন করে ২ বার কাউন্সিলর নির্বাচিত হয়।

বেশ কিছুদিন থেকে অসুস্থ হয়ে চিকিৎসারত ছিল। গতকাল সোমবার ভোরের দিকে হ্নদ রোগে আক্রান্ত হয়ে বন্ডবিলের নিজ বাসভবনে ইন্তেকাল করেন। গতকাল দুপুর সাড়ে ১২ টার দিকে বন্ডবিল গ্রামে তার নিজ বাসভবন চত্বরে রাষ্ট্রিয় মার্যাদায় গার্ড অব অর্নার প্রদান করা হয়।

গার্ড অব অর্নারে অংশ নেন আলমডাঙ্গা উপজেলার নির্বাহী ম্যাজিট্রেষ্ট সীমা শারমিন, থানার ওসি তদন্ত গাজী-শামীমুর রহমান ও চুয়াডাঙ্গা পুলিশ লাইন থেকে আগত চৌকশ পুলিশ দল।

এ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা হাজী শেখ নুরমোহাম্মদ জকু, মুক্তিযোদ্ধা হাজী খন্দকার ইসমাইল হোসেন, পৌর মেয়র হাসান কাদীর গনু, বন্ডবিল গ্রামের বিশিষ্ট সমাজ সেবক উপজেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি আলহাজ্ব লিয়াকত আলী লিপু মোল্লা, খন্দকার শাহ আলম মন্টু, হামিদুল ইসলাম আজম, আলী আজগর, মুক্তিযোদ্ধা শমসের আলী মল্লিক, সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষক আনোয়ারুজ্জামান, পৌর কাউন্সিলর মামুনর রশিদ হাসান, সহ গ্রামের গন্যমান্য ব্যাক্তিবর্গ।

রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় জানাজা শেষে বন্ডবিল কবরস্থানে দাফন সম্পন্ন হয়েছে। মৃত্যুকালে স্ত্রী, ২ মেয়ে ১ ছেলেসহ অসংখ্য গুন গ্রাহী রেখে গেছেন।

- আলমডাঙ্গা প্রতিনিধি

দর্শনার ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রাম খুচরা ফেন্সিডিল বিক্রি করায় চ্যাম্পিয়ন

দর্শনা পৌর সভার নিমতলা সীমান্ত ঘেষা গ্রাম ঈশ্বরচন্দ্রপুর। এ গ্রামে প্রতিদিন সকাল থেকে দূর দূরান্ত থেকে মটর সাইকেল অথবা অটোবাইক ও পাখিভ্যানে করে আসছে মাদক নিতে। এ চেহারা কিছুদিন পাল্টালেও হঠাৎ করেই দেখা যাচ্ছে বহিরাগতদের আনাগোনা।

একটি পরিসংখ্যানে দেখা গেছে খুচরা মাদক বেচা কেনায় দর্শনা পৌরসভার ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রাম চ্যাম্পিয়ন।
যেখানে সারা বাংলাদেশে ঘোষণা দিয়েছে জননেত্রী শেখ হাসিনা যে বাংলাদেশে মাদক থাকবে না। এ ¯◌েø◌াগান কে সমানে নিয়ে আইন শৃংখলা

বাহীনি কাজ করে যাচ্ছে মাদকের বিরুদ্ধে।

চুয়াডাঙ্গা জেলার পুলিশ সুপার বারবার ঘোষণা দিচ্ছে এ জেলায় কোন মাদক থাকবে না। তার কোন তোয়াক্কা না করে দর্শনা আকন্দবাড়িয়া ও ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামের কিছু নাম করা খুচরা ফেনসিন্ডিল ব্যাবসায়ী সকাল থেকে রাত পর্যন্ত চালিয়ে যাচ্ছে মাদক বিকিকিনি।

আর এ সব মাদক বিক্রি তে জড়িয়ে পড়ছে মহিলা মাদক ব্যাবসায়ী। এদের যদি আইনেন আওতায় না আনা যায় তবে যুব সমাজ ধ্বংস হতে বেশিদিন সময় লাগবেনা। মাদকের নীল ছোবল থেকে বেরিয়ে আসতে হলে আগে অবিভাবকদের দৃষ্টি রাখতে হবে সন্তানের উপর।

দর্শনা শুধু মাদকের শহর নয় দর্শনা একটি শিল্প নগর শহর। দর্শনা পৌরসভার ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামে বেশিরভাগই মহিলা মাদক ব্যাবসায়ী দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিষয়টি আইন শৃঙ্খলা বাহিনী নজর দেবেন বলে আশা করছে সুধী মহল।

- আহসান হাবিব মামুন, দর্শনা

ডাকাতির প্রস্তুতিকালে দু’জন গ্রেফতার

চুয়াডাঙ্গার সদর উপজেলার দিগড়ী ইসলামপুর জামে মসজিদ এলাকা থেকে ডাকাতির প্রস্তুতিকালে রামদা, ছোরা, চাইনিজ কুড়াল এবং চাপাতিসহ ২ ডাকাতকে গ্রেফতার করেছে র্যাব-৬।

গতরাতে তাদেরকে আটক করা হয় বলে সোমবার (২৫ নভেম্বর) বিকালে এক প্রেসবিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানানো হয়।

গ্রেফতারকৃতরা হলো- পৌর এলাকার দিগড়ী নতুনপাড়ার বিশারত আলির ছেলে খালিদ মন্ডল (২৫) ও শহরের বাসস্ট্যান্ড এলাকার ইউনুস আলির ছেলে রাফিউল ইসলাম (২২)।

সিপিসি-২, র্যাব-৬ এর কোম্পানী কমান্ডার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার

মাসুদ আলম জানান , একদল অজ্ঞাতনামা সশস্ত্র ডাকাতদল ডাকাতির উদ্দেশ্যে পূর্ব প্রস্ততিকালে তিনি এবং স্কোয়াড কমান্ডার সিনিয়র এএসপি মো : বজলুর রশীদ এর নেতৃত্বে আভিযানিক দল ঘটনাস্থালে পৌছালে র্যাবের উপস্থিাতি টের পেয়ে কতিপয় লোক দৌড়ে পালানোর সময় র্যাব সদস্যরা ধাওয়া করে খালিদ ও রাফিউল নামের ২ ডাকাতকে আটক করে এবং অজ্ঞাতনামা ৪ /৫ জন পালিয়ে যায়।

পরবর্তীতে গ্রেফতারকৃত আসামীদের কাছ থেকে দেশীয় তৈরী ০২ টি রামদা , দেশীয় তৈরী ১ টি ছোরা , দেশীয় তৈরী ১ টি চাইনিজ কুড়াল , দেশীয় তৈরী ১ টি চাপাতি , ৩ টি মোবাইল সেট এবং ৫ টি সীম কার্ড উদ্ধার করে।

গ্রেফতারকৃত আসামী খালিদ মন্ডল এর নামে চুয়াডাঙ্গা জেলার বিভিন্ন থানায় বিস্ফোরক , দ্র ্রুত বিচার আইন এবং নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে সর্বমোট ২১ টি মামলা এবং গ্রেফতারকৃত অপর আসামী রাফিউল ইসলাম এর নামে ২ টি মামলা রয়েছে।

গ্রেফতারকৃত আসামীদ্বয়ের বিরুদ্ধে পরবর্তী আইনানুগ কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলেও জানান , র্যাব -৬ এর কোম্পানী কমান্ডার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মাসুদ আলম।

-চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি

চুয়াডাঙ্গায় হত্যা মামলায় একজনের যাবজ্জীবন

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদায় শাহিন হত্যা মামলায় আলম বিশ্বাস নামের একজনের যাবজ্জীবন কারাদন্ডের আদেশ দিয়েছেন আদালত।

সোমবার বিকালে চুয়াডাঙ্গা জেলা ও দায়রা জজ মোহা . রবিউল ইসলাম আসামীর উপস্থিতিতে এ রায় ঘোষণা করেন। রায় ঘোষণার পর আসামীকে পুলিশী প্রহরায় কারাগারে নেয়া হয়। দন্ডপ্রাপ্ত আলম বিশ্বাস দামুড়হুদার রঘুনাথপুর গ্রামের মৃত আজিজ বিশ্বাসের ছেলে।

মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, ২০১৪ সালের ৪ এপ্রিল সকালে পূর্ব বিরোধের জের ধরে রঘুনাথপুরের আব্দুর রাজ্জাক বিশ্বাসের ছেলে শাহিনকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়। এ ঘটনায় নিহতের পিতা বাদী হয়ে দন্ডপ্রাপ্ত আলম বিশ্বাস, তার ছেলে ডালিমসহ কয়েকজনকে আসামী করে দামুড়হুদা থানায় মামলা দায়ের করেন। মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা দামুড়হুদা থানার এসআই আবু জাহের তদন্ত শেষে ২০১৫ সালের ২৪ জানুয়ারি আদালতে চার্জশীট দাখিল করেন। আদালত এ মামলায় ১৯ জন স্বাক্ষীকে পরীক্ষা করেন।

স্বাক্ষীদের স্বাক্ষ্য ও তথ্য উপাত্ত পরীক্ষা শেষে আসামী আলম বিশ্বাসের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় তাকে যাবজ্জীবন কারাদন্ডের আদেশ দেন আদালত। এ মামলার অন্য আসামী ডালিম বিশ্বাসের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় আদালত তাকে খালাস প্রদান করেন।
-চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি